দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 FEB 1992

০১

প্রয়োজনে নতুন লোক নেয়া হবে ঃ জামালপুরের জনসভায় খালেদা জিয়া

বেতন বাড়াতে পরীক্ষাকে জিম্মি করা হচ্ছে

খায়রুল আনোয়ার ঃ জামালপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।– উন্নয়নের কর্মসূচী সফল করতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার। তিনি বৃহস্পতিবার জেলার রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।

বেগম জিয়া গত নয় বছরে স্বৈরাচার সৃষ্ট বিধ্বস্ত অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকারের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে সকলের সমস্যার সমাধান করা হবে। তবে একই সঙ্গে তিনি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন তাদের বিরুদ্ধে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি, সম্পদ বিনষ্ট এবং অযৌক্তিক দাবী নিয়ে ধর্মঘট করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা ছাত্র–ছাত্রীদের পরীক্ষা জিম্মি করে, সম্পদ বিনষ্ট করে তারা জনগণের বন্ধু নয়। তিনি এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে সরকারও কঠোর হবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বেগম জিয়া এখানে জনসভা শেষে বানার–শসাখালী খাল পুনঃখনন প্রকল্প উদ্বোধন করেন। পরে তিনি শেরপুরের কর্ণঝোড়া–মৃগী খাল পুনঃখননে অংশ নেন। এক জনসভাতেও ভাষণ দেন।

রঘুনাথপুরের জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিএনপি'র মহাসচিব স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী সিরাজুল হক, স্থানীয় বিএনপি নেতা আবদুল খালেক এডভোকেট, জেলার মহিলা এমপি রহিমা খন্দকার, মহিলা দলের আহ্বায়িকা ফিরোজা তালুকদার ও যুবদল সভাপতি খন্দকার ইলিয়াস মর্তুজা। বিএনপি'র জামালপুর শাখার আহ্বায়ক খায়রুল বাশার চিশতী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভাষণে বলেন, তার সরকারের বয়স এক বছরও হয়নি। এ সময়ের মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়, দুটি বন্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকবেলা করতে হয়েছে। স্বৈরাচারী সরকার লুটপাট করে রেখে গেছে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি।

বেগম জিয়া তার সরকারের নেয়া শিল্পনীতি, খালকাটা ও গণশিক্ষা কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলেন, কিছুদিনের মধ্যে দেখা যাবে দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

(আটের পাতায় ৮-এর কঃ ৫।)

বেতন বাড়াতে

(প্রথম পৃঃ পর)

তবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার যখন উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে সামনে এগুচ্ছে তখনই অতীতের কার্যক্রমের জন্যে প্রত্যাখ্যাত শক্তি তাতে বাধা দিচ্ছে। আন্দোলনের ইস্যু পাচ্ছে না বলে এর অযৌক্তিক দাবী–দাওয়ার কথা বলছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গুটিকয়েক লোক শুধু বেতন বাড়ানো আর বোনাসের কথা বলছে। আন্দোলনের কথা বলে ছাত্রদের পরীক্ষা নেয়া হয় না।

ব্যক্তিস্বার্থে কিছু লোক এদের ব্যবহার করছে। তিনি বলেন যে, একদিকে কেউ কেউ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা বলে, অন্যদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে উস্কানি দেয়।

বেগম জিয়া এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা সকলের সমস্যার সমাধান করতে চাই। যখন সরকারের আর্থিক সামর্থ্য হবে তখন একে একে সকলের ন্যায্য দাবী পূরণ করা হবে। তবে দাবী–দাওয়ার নামে জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করা হলে সরকার কঠোর হতে দ্বিধা করবে না। যারা অযৌক্তিক ধর্মঘট করছে তাদের স্থলে প্রয়োজনে নতুন লোক নিয়োগ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক।